কালে এই ঘটনা
) বাপ, মা রাজি
দেখতে পাই মহা
পুরোদমে। মধ্যে
বাহার, নৌকার
নামাজ পড়ে ২
জীবন জরিনার কর
নুন এইবার সর্ব্ব
করি নিবেদন।
বহু জনা করে.
একজন নকলকারী
তোক বইটী নকল
অতি ২ দুষ্টমতি শুধু
দথি ছাড়ে। বিদ্যা
পাকা সাধারণ বই
লজ্জা নাই ২ দেখতে
চায় বোকা নিজের
র বারে করি হুসিয়ার,
ন কুমার। জানাই
—সমাপ্ত—

(সত্য শিক্ষার জন্য লিখিত)

কলি কালে রসে ভরা নব্য যুগের নব্য হাওয়া

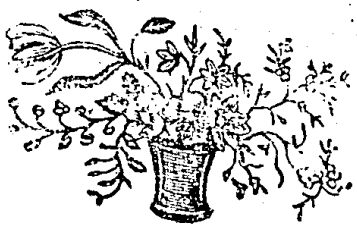

প্রণে তাও প্রচারক—সুরেন্দ্র নাথ হালদার,
সাং— সুলতান বাগ পোঃ নিতাড়া,
থানা— ডায়মণ্ডহারবার জেলা—২৪ পরগণা

—ঃ নকল হইতে সাবধান ঃ—
রেজিঃ নং—২৯৯ মূল্য—

কলম ধরি স্মরণ করি প্রভু নিরঞ্জন
অপূর্ব কলির কথা কয়ে যাই বর্ণনা
এখন যারা শোনেন ভাই কলির কি কারখানা।
ওই ভেবে ভেবে দিন ফুরালো ভেবে তো বাঁচিনা ॥
এখন যার ভাবনা তিনি ভাবে হয়ে একান্তিত।
আমরাই কেবল উপলক্ষ তার গোমাসের মত ॥
এখন বলে যাই ২ শোনেন নব্য যুগের কথা।
নব্য এই ঘোর কলি নব্য কালের হাওয়া ॥
এ হাওয়া গাইছে কারা ২ নব্য বাবুরা টকি দেখার তরে
হাতে ঘড়ি পায়ে জুতো নাকে চশমা দিয়ে ॥
এ সব বাবু আনায় কি উপমা চোখ থাকতে নাকে চশমা পরা
ও আবার ভাল চোখে চশমা দিয়ে সাজে কলির পাঠা ॥
এখন বলে যাই ২ শোনেন ভাই যাচ্ছে টকির হলে।
ওই ফার্ষ্ট ক্লাসে টিকিট নিল নোট ভাঙাইয়ে ॥
টকি দেখা হলো ২ বাড়ি চল্লো নব্য দাদা ভাই।
বাড়িই গিয়া কি খাবে তিনি ভেবে বাঁচি নাই ॥
এখন বলে তিনি ২ ও ফুল মনি একটী কাজ করনা।
এক গ্লাস ওই জলে কিছু লবন দিয়ে দাও না ॥
এ কথা বলার পরে ২ গিন্নি লবন সরবৎ যে করিল।
এই কলির জীবের খাদ্য ভুট্টা নিয়ে হালুয়া বানাইল ॥
খাদ্য বানানো হলো গিন্নি দিল টোকি বাবুর হাতে।
হালুয়া খেয়ে বাবু আমার বিছানায় শুইলে ॥

এখন এই খানেতে বাবুদের কথা বলে গেলাম ভাই।
বাবুর ঘুম আইল ২ নিদ্রা গেল হয়ে অচেতন।
গিন্নি কত মালিশ করল নিয়ে সেলুসন॥
এদিকে রাত বারটায় বাবুর দেখি ঘুম যে ভাঙিল।
ইঙ্কিনে জল কয়লা নেই কি বলবো তাই বল॥
জল কয়লার অভাবে ২ বাবুর দেখি ঘুমতো আসেনা।
কি করে ঘুম আসবে ভাইরে ভেবে তো দেখ না॥
অম্ল খেয়ে বাবু হয়েছে আজ হাটু ধরার মত।
আর দিদি হয়েছে রসে ভরা রসগোল্লার মত॥
অল্প রক্তে দেহ দেখি ভাইরে কলির ঃ কারখানা।
তায় রাজত্ব নিচ্ছে পাঁচ পোয়া শুনেন সর্বজবা॥
আবার ছার পোকা ২ নিচ্ছে আধ পোয়া কি বলব বলনা।
ওই মোশায় নিচ্ছে সিকি পোয়া দেখনা ভাবিয়া॥
আবার যে টুকু আছে ২ দাদা তিনি নিয়ে নিল।
এরাম ভাবে কলির লোক দেখি আজ রসাতলে গেল॥
নব্য সাধিন মেয়েদের কথা কিছু গাইয়া শোনাই॥
মেয়েরা স্বাধীন হল ২ চিন্তা এল কি করি এখন।
আস্ত মানুষ গিলতে আসে শোনেন সর্বজনা॥
এখন কলির বউ যাবেনা কেউ রান্না ঘরেতে।
যৌবনেও ডাক পড়বে তারা চিয়ারেতে বসে॥
এসব কলির লীলা ২ যায়না গলা বললো দুঃখ কাকে।

৩০ বৎসের বুড়ি আজ রান্না ঘরে যাবে।
বেলা আটটা হলে ২ গিন্নি চলে থলি বেগটি হাতে ॥
কর্ত্তা বাবু চললো পিছনে বাজারের থলি হাতে
বাজার করা হলো ২ পয়সা মেটালো গিন্নি মনি ভাই।
দুই টাকা বাজার করে ফেড় (টাকা) দিল দেখতে পাই ॥
বাজার করা হল ২ বাড়িই চল্লো অতি আনন্দে ভাই।
পিছনে কর্ত্তা বোকা টানে দেখতে আমি পাই ॥
এসব কলির লীলা ২ যায় না বলা বলবো দুঃখ কাকে।
স্বামির দুঃখে তাদের প্রাণে ব্যথা নাহি লাগে ॥
তাই কবি সুরেন্দ্র ভাবে ২ ঘোর কলিতে এমন যে হইল।
তার পয়সা খেয়ে তার শরীর-ওই বাড় সার করিল ॥
যেমন রেসের ঘোড়া দৌড়ায় তারা এমনি কলির বউ।
এই পুরুষেরা তাদের কাছে পারেনা যে কেউ ॥
কত আই বুড়ো মেয়ে ২ হয়নি বিয়ে দেখতে আমি পাই।
প্রেমের জ্বালায় লেকের পাড়ে ঘুরে বেড়ায় ভাই ॥
বিকাল পাঁচটা হলো হেলে দুলে আতর মাখিয়া গায়।
প্রানের বন্ধুর খোঁজে তারা ঘোরে টাউন ময় ॥
গায়ে সেন্টের গন্ধে ২ বাহিরেতে দক্ষিণ ও বাতাসে।
যেন গন্ধরাজে প্রজাপ্রতি মধুপো বিলাতে ॥
এমন গন্ধের ডাকে কত বন্ধু মিলিয়া যে গেল।
একটা কুর্ত্তার পিছে পাঁচটা কুর্ত্তা কার্ত্তিক মাসের মত ॥
সেই রকম হচ্ছেদেখি ২ আজি টাউন ময়।

একটা মেয়ের পিছে পাঁচটা ছেলে ঘুরিয়া বেড়ায়।
এসব কালের রিতি ২ ভানুমতি যায় স্বর্গেতে ॥
ওঈ দেবতারা নিস্তব এতাই কলির ব্যাজায় দেখে ॥
এসব কলির লিলা ২ যায়না বলা বলব দুঃখ কাকে।
পিতা পুত্রে এক গ্লাসে মদ পান করিছে।
তারা পরিচয় দিচ্ছে ২ ঠিক যেন শালা বোনাইয়ের মত।
ঘরের বনটি ঘরে রইল পরকে না দিতে হলো ॥
কত বোষ্টাম ধারি ২ হয়ে বৈরাগী খোলজুনা বাজায়।
তাদের ভয়ে সন্ধ্যার পরে রাস্তায় চলা দায় ॥
আমি এই খানেতে অনেক কিছু রাখলাম রে ভাই বাকি।
কলির কথা লিখতে গেলে বড় ভয়ে বাসি ॥
যার উৎপত্তি কলি ২ দেখি ভাই তালাতেই লয়।
আজ্ঞায় সৃজন করে নিশ্বাসে প্রলয় ॥
আমি অন্নের কাঙ্গাল ও দয়াল তোমাকে জানাই।
রাঙা চরণ পাবার আসে ঘুরি সর্ব্বদাই ॥
ওমা সরস্বতী ২ বীণা পাণী কি বলবো বাখানি।
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দাতা নি বোলের বোলদায়নি ॥
আমি অতি দিন জ্ঞান হীন না জানি ভকতি।
অন্ন করে তোমার মাগো করে গেলাম স্তুতি ॥
আমি এই খানেতে শেষ করিলাম ২ কবিতা বন্দনা।

বাড়ি আমার সুলতান বাগায় পোঃ নেতড়ায় হলো দেখনা।

তারমণ্ডহারবর থানা আমার সুরেন্দ্র নাম হলো।

সুরেন্দ্র এই বই খানা আজ রচনা করিল॥

ভাব দেখে বাঁচিনা ভাইরে কলির ভঙ্গিমা॥

ও এদের ছুড়ী খেতে পয়সা জুটে না বউ ই দিচ্ছে ষোল আনা।

দাদার ঘরটি হল উত্তরমুখে ঢুকতে হয় ঐ উপুড় হয়ে॥

ঘার মধ্যে বাগে দেখ রেডিও ঐ গন খানা।

ভাব দেখে ………ভঙ্গিমা॥

দাদার মা চল্লিশ পয়সা তারে মোটটিরে ভাই মাথায় করে॥

আবার দাদা চলিল সেজে গুজে টুকির ঐ জংগলে।

আবার কি সাজ সেজেছে দাদা কলির পাঁটা হয়ে॥

ভাব দেখে … ………কলির ভঙ্গিমা দেখে।

পায়ে দিয়েছে জুতাখানি হাতে দিয়েছে ঘড়ি খানি॥

আবার চসমাটি ঐ চোখে দিয়ে গো যেন সুগ্রীব রাজা এসেছে

ও এদের পান্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুন পোড়ায় মাথায় ঘি

দেখে আজ ভাবি ভইরে কলির দুরগতি॥

আবার বেঁচে যদি থাকি ভাইরে করবো এর বিচার খানা।

ভাব দেখে ……………… …… ………ভঙ্গিমা।

দাদার বউ চলেছেন পাঁচটার পরে পয়সার তরে লেকের ধারে॥

ও আবার ঠোরে ঠোরে দুচার টাকা নিলরে ভাই কমিয়ে॥

বাবুর বাপ চলেছেন পয়সার তরে গামছ। ঝাড়ে পয়ের দ্বারে।
এরাম কষ্টের পয়সা বাবু আমার গো ॥
আজি আজ করেছেগো বাবু আনা।
ভাব দেখে বাঁচিনা ভাইরে কলির ভঙ্গিমা ॥

বাউল সুর

ঘোর কলিতে আর কোন দিন,
শান্তি ফিরে আসবে না ॥
শান্তিময়ী ঘুমিয়েছে।
আর তো তিনি জাগবে না ॥
ভুট্টা মাইলো খেয়ে খেয়ে।
ভাই ভাইয়ে বিবাদ করে ॥
সংসারটা ভেঙে বগরা করলো
শান্তি রে ভাই হবে না।
যদি সুদিন আসে ফিরে
কিঞ্চিত শান্তি হতে পারে ॥
নইলে সবে অন্নের অভাবে মুখে আহার জুটবেনা।
যদি সুভাষচন্দ্র ফেরে শান্তি যাবে ঘরে ঘরে,
নইলে মরবে অনা হারে মুখে আহার জুটাবে না।
ইংরেজ রাজত্ব ছিল ভালো
সোনা দানা ধাওয়া করিল,
এখন কি আর করব বল মনে মনে ভাব না।
তাই কবি সুরেন্দ্র বলে
কিঞ্চিত শান্তি পেতে হলে
সর্ব্বজনে দলে দলে পরিকল্পনায় চলুন না।

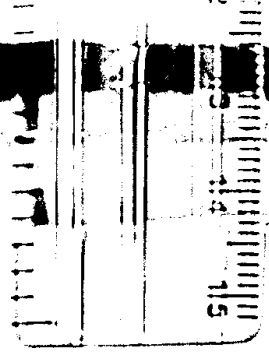

(বাউল সুর)

ঘুমিয়ে রইলি ঘণ্টা হলো।
টিকিট কাটলিনা॥
গাড়ীর চেকার বাবু দেখতে পেলেগো।
তখন তোমায় ছাড়বে না॥
যে করেছে এই কলের গাড়ী॥
তারে যে বলিহারি॥
কত জনাতে যাবে চড়ে গয়া বিন্দাবন কাশী।
হায় কলের গাড়ী॥
খবর দিচ্ছে ঐ তারে দেখ।
টিকিট মাষ্টারে॥
গাড়ী ছাড়ার সময় হলে সিগন্যাল যায় পড়ে।
তাই ভেবে সুরেন বলে।
সব গাড়ী চাপিতে।
গাড়ীর দুই পাশেতে দুই হাণ্ডেল গো ধরে দু হাতে চেপে॥
ও আমার যাবার ইচ্ছা জগন্নাথে ভোলামন যাওয়া হল না।
ঘুমিয়ে রহিল ··· ····· ·········· ······ ··টিকিট কাটলি না॥

সমাপ্ত

তীর্থ ভারতী যাত্রাপার্টী, সাং সুলতান বাগ
পোঃ নিতাড়া, থানা—ডায়মণ্ডহারবার
যোগাযোগ করুন।

হা

ঠাকুরপো
হাসি রয়
লেখক—
৭ অরবিন্দ পল্লী